দৈনিক ইনকিলাব

AUG 05 2002

তারিখ ... পৃষ্ঠা 7 ... কলাম ...

তদন্ত কমিশনের নিকট ছাত্রদল নেত্রীদের সাক্ষ্য প্রদান

শামসুন্নাহার হলের ঘটনা সুলতানা শফির ষড়যন্ত্রের ফল

ইনকিলাব রিপোর্ট ঃ শামসুন্নাহার হলের ঘটনায় বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশনের সামনে গতকাল (রবিবার) ছাত্রদলের হল শাখা সভানেত্রী হালিমা খাতুন লুচি ও সাধারণ সম্পাদিকা নূরজাহান বেগম শান্তাসহ পাঁচজন ছাত্রী সাক্ষ্য প্রদান করে। ছাত্রদলের নেতা-কর্মীরা জানায়, শামসুন্নাহার হলের ঘটনা তৎকালীন প্রভোস্ট সুলতানা শফির গভীর ষড়যন্ত্রের ফল। সুলতানা শফি ও তার অনুগত ছাত্রীরা রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য এ পরিস্থিতি সৃষ্টি করে। প্রভোস্টই ফোন করে হলে পুলিশ ঢুকিয়েছে এবং মেয়েদের গ্রেফতার করিয়েছে। তারা জানায়, ঘটনার রাতে তারা রাত স্যাড়ে ৩টা পর্যন্ত প্রভোস্টের অনুগত ছাত্রীদের দ্বারা অবরুদ্ধ ছিলো। তাদের হাতে ছাত্রদলের ২/৩ জন ছাত্রী আহত হয়। এক পর্যায়ে মহিলা পুলিশ তাদেরকে অবরুদ্ধ অবস্থা থেকে উদ্ধার করে। তবে হলে কোন পুরুষ পুলিশ ঢুকেনি। এছাড়া এসআই রোকেয়া বেগম গতকাল কমিশনের কাছে লিখিত বক্তব্য পেশ করেছেন। তিনি বলেন, কর্মকর্তা ছাড়া কোন পুরুষ পুলিশ হলে ঢুকতে তিনি দেখেননি। বিচারপতি তাফাজ্জল ইসলাম গতকাল চতুর্থ দিনের মতো কমিশনের অস্থায়ী কার্যালয় ধানমণ্ডিস্থ জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমীতে (নায়েম)-এ সাক্ষ্য গ্রহণ করেন। এ নিয়ে মোট ২২ জন ছাত্রী এবং দুই পুলিশ কর্মকর্তার সাক্ষ্য নেয়া হয়েছে। লুচি ও শান্তা ছাড়াও ছাত্রদলের বিথিকা বিনতে রহমান, লিলি এবং অন্য এক ছাত্রীর সাক্ষ্য গতকাল রেকর্ড করা হয়। ৭-এর পৃঃ ৭-এর কঃ দেখুন

ইনকিলাব ঃ শামসুন্নাহার হলের ঘটনায় বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশনের নিকট সাক্ষ্য প্রদানের পর বেরিয়ে আসছেন লুচি ও শান্তাসহ ছাত্রদলের চার নেতা-কর্মী

সুলতানা শফির ষড়যন্ত্র

প্রথম পৃষ্ঠার পর

অন্যান্য দিনের মতো গতকাল সকাল ১০টা থেকে সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়। শামসুন্নাহার হলের ছাত্রদলের সভানেত্রী লুচি জানায়, হলের ঘটনা তৎকালীন প্রভোস্ট সুলতানা শফি ও ছাত্রলীগের গভীর চক্রান্তের ফল। প্রভোস্ট ও তার অনুগত মেয়েরা এ পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। লুচি জানায়, আমি হলে ছিলাম না। আমাদের ২/৩ জন কর্মীকে মারধর করা হয়েছে শুনে হলে এসেছি। আমাকেসহ ছাত্রদলের মেয়েদের তারা রাত সাড়ে তিনটা পর্যন্ত অবরুদ্ধ করে রাখে। প্রভোস্ট অনুগত ছাত্রীদের হামলায় আমাদের ২/৩ জন মেয়ে আহত হয়। প্রভোস্টই রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করতে হলে পুলিশ ঢুকিয়েছে এবং মেয়েদের গ্রেফতার করিয়েছে। তখনকার পরিস্থিতি আমি ভিসি, প্রক্টর ও প্রভোস্টকে জানিয়েছি।

লুচি জানায়, হলে পুরুষ ঢুকেনি, মহিলা পুলিশ ঢুকেছিল। আর যারা আন্দোলন করেছে তারা ছাত্রলীগ মনা। তাদের মধ্যে বহিরাগত ও গার্মেন্টস কর্মী ছিল। কিছু ছাত্র-ছাত্রী ছিল মিস্ ইনফর্মড। স্বাভাবিকভাবেই ছাত্রী হলে পুরুষ পুলিশ ঢুকেছে শুনলে আন্দোলনে ছাত্র-ছাত্রীরা আসতেই পারে। সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাবে লুচি জানায়, কোন মন্ত্রীর সাথে তার সখ্যতা নেই। সে দর্শন বিভাগে মাস্টার্স পরীক্ষা দিয়েছেন। একমাস আগে তার রেজাল্ট বেরিয়েছে।

শান্তা জানায়, ছাত্রদলের কয়েকজন কর্মীকে (লিলি, মৌ, সুমি) মারধরের খবর পেয়ে হলের সাধারণ সম্পাদিকা এবং পরিবেশ কমিটির সদস্য হিসেবে হলে যাই এবং এক পর্যায়ে প্রভোস্ট অনুগত ছাত্রলীগ ও বাম ছাত্রসংগঠনের নেতা-কর্মীদের দ্বারা ২৩৫নং কক্ষে অবরুদ্ধ হয়ে পড়ি। তারা আমাদেরকে নানা ধরনের হুমকি ও গালিগালাজ করে। রাত সোয়া ১২টার দিকে মেয়েরা রুমের ভেতর ঢুকে ২/৩ জনকে মারধর ও জিনিসপত্র লুটপাট করে। রাত সাড়ে ৩টায় আমরা জিম্মি অবস্থা থেকে মুক্ত হই।

বিথিকা বিনতে রহমান জানায়, প্রভোস্ট অনুগত ছাত্রীদের হাতে ছাত্রদলের ২/৩ জন ছাত্রী আহত হয়। ছাত্রীরা এক পর্যায়ের বলেছে যে, লুচি ও শান্তা হলে থাকলে আমরা হলে থাকবো না। এ পর্যায়ে নেতৃত্বদানকারী ছাত্রীরা হল গেটের কাছে চলে যায় আর অন্যান্য সাধারণ ছাত্রীরা রুমে ফিরে যায়। নেতৃত্বদানকারী রাত তিনটার দিকে লুচি-শান্তার রুমে হামল চালাতে উদ্যত হলে পুলিশ তাদের নিবৃ করে। তবে হলে পুরুষ পুলিশ ঢুকেনি মহিলা পুলিশই ছাত্রীদের গ্রেফতার করেছে এসআই রোকেয়া বেগম জানান, ১০ জ মহিলা পুলিশসহ রাত ১১টা ৩৫ মিনি তিনি ২৩৫ নম্বর রুমে যান এবং সকাল ৮ পর্যন্ত ঐ রুমে অবস্থান করেছেন। প শুনেছেন ছাত্রীদেরকে গ্রেফতার ক হয়েছে। তিনি বলেন, ছাত্রীদের চেঁচামে শুনেছি। পুরুষ পুলিশ দেখিনি। আর সা ইন্সপেক্টরের নীচে কোন পুরুষ পুলিশ হ ঢুকেনি। আজ সাক্ষ্য গ্রহণের পঞ্চম দিনে পুলিশ কর্মকর্তাদের সাক্ষ্য রেকর্ড করা হতে পারে।